দৈনিক খবর ২২

তারিখ ..04 MAR 1990 ...
পৃষ্ঠা... ..৫.. কলাম ..২.. ..

অথঃ পাঠ্যবই সমাচার

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, দেশের সমস্ত স্কুলে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার পর দু'মাস অতিক্রান্ত হলেও প্রায় ১০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে অধিকাংশ পাঠ্যবই পৌছেনি। সদ্য প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের অবহেলা এবং প্রকাশকদের চরম দায়িত্বহীনতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মত পাঠ্যবই পায়নি।

আমাদের দেশে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় জানুয়ারী মাস থেকে। অর্থাৎ জানুয়ারী মাস থেকেই স্কুলে পুরোদমে লেখা-পড়া শুরু হয়ে যায়। অতএব, ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌছে দিতে হলে সেগুলো জানুয়ারী মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যেই যথাস্থানে পৌছে দেয়ার কাজ সম্পন্ন করা উচিত, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মত পাঠ্যবই হাতে পেয়ে লেখা-পড়া শুরু করতে পারে এবং শিক্ষকরাও পাঠদানের ব্যাপারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারে। অথচ প্রায় প্রতিবছরই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে ঘটছে দীর্ঘসূত্রিতা। শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার দু'এক মাস পরেও পাঠ্যবই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছে না। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ৫/৬ মাস পর্যন্তও লেগে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্য খবরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত খবরে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার দু'মাস অতিক্রান্ত হলেও প্রায় ১০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে অধিকাংশে পাঠ্যবই পৌছেনি। আলোচ্য খবরে অবশ্য প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবই সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়নি। তবে ইতিপূর্বে পাওয়া বিভিন্ন সংবাদসূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, অনেক ছাত্র-ছাত্রীই এখনও বিনামূল্যের পাঠ্যবই হাতে পায়নি। অবশ্য একথাও অনস্বীকার্য যে, প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রদত্ত বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণে দীর্ঘসূত্রিতা আগের তুলনায় অনেকটা কমে এসেছে। আলোচ্য খবরের ভাষ্য অনুসারে এ বছর পাঠ্যবইয়ের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে সবচেয়ে বেশী হয়রানির শিকার হয়েছে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা। বইয়ের অভাবে এদের লেখা-পড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। অথচ কোন কোন স্কুলে নাকি মার্চ মাসের মধ্যেই প্রথম সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণের নোটিশ দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে :, পাঠ্যবই হাতে না পেলে এরা পরীক্ষা দেবে কেমন করে। আগে প্রায় প্রতিবছরই প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবই নিয়ে এরকম অভিযোগের কথা শোনা যেতো। এবার কথা উঠেছে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই নিয়ে। অর্থাৎ সময়মত পাঠ্যবই হাতে না পাওয়ার সমস্যাটি এখন ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছে। শিক্ষা তথা জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই সমস্যার মূলোৎপাটন করা দরকার।

বাধা বা জটিলতা যাই থাকুক, জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই সেগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত। বই ছাপানোর অর্ডার প্রাপ্ত প্রকাশকদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বলে দেয়া হয়েছিলো গত ৩১শে ডিসেম্বর '৮৯-এর মধ্যে সব বই বাজারজাত করতে হবে। গত বছর জানুয়ারী মাসের মধ্যে এটা করা সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু এবার ফেব্রুয়ারী মাসেও সম্ভব হয়নি। মার্চ মাসেও যে সম্ভব হবে তারই বা ভরসা কোথায়? কেননা, অভিযোগ তোলা হয়েছে এক ধরনের প্রকাশকদের এটা এক কারসাজি। প্রকাশকরা নাকি নিজেদের ব্যবসার চাহিদা অনুযায়ী সংশোধিত বই ছাপিয়ে থাকে এবং পুরানো বই বিক্রি করে নতুন বই বাজারজাত করে থাকে। এ ছাড়াও নতুন বই বাজারজাত করার সময় তারা নাকি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে রাখে। এসব অভিযোগ ভালো করে তদন্ত করে দেখা উচিত। মোট কথা, শিক্ষার সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সময়মত পাঠ্যবই পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার পেছনে কে বা কারা দায়ী এটা খুঁজে বের করতে হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সাথে সময়মত পাঠ্যবই বিতরণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা চাই না ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার কোন ক্ষতি হোক। কেননা, সেই ক্ষতি প্রকারান্তরে গোটা জাতিরই ক্ষতি।